প্রবন্ধ সাহিত্য

মননপ্রধান প্রবন্ধ

(1) "সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব" (১৮৩৯)

(2) "বিধবা বিবাহ হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব" ১ম খণ্ড ও ২য় খণ্ড (১৮৫৪)

(3) "বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার" ১ম খণ্ড (১৮৭১) ও ২য় খণ্ড (১৮৭৩)

কথ্যরূপ

(1) "প্রভাবতী সম্ভাষণ" (১৮৬৩)

(বিদ্যাসাগরের মননপ্রধান সমাজসংস্কারের মূলক প্রবন্ধগুলি তিনি "বজ্রাঘাত উপযুক্ত কাইফোয়াত" ও "বজ্রাঘাত উপযুক্ত সমুচিত" ছদ্মনামে লিখতেন।)

উপসংহার → বাংলা গদ্যের সৃষ্টিপোষণ বিদ্যাসাগরের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব। উদাহরণ → "অন্তঃকরণে, এইরূপ আলোচনা করিয়া। অন্তঃপুরে প্রবেশিয়া। রাজা। রাজীকে জিজ্ঞাসিলাম। সেই ফল। কি করিয়াছ।"

উদ্ভূত হওয়াতে সৃষ্টি সমালোচনার দপটিএক পরিস্ফুটনের ক্ষেত্রে তার ভূমিকার গুরুত্ব সহজেই পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। বিদ্যাসাগরই প্রথম শিল্পী যিনি বাংলা গদ্যে ব্যাকরণসম্মত বচন, পূর্ণচ্ছেদ প্রভৃতি চিহ্নের প্রথম প্রচলন করেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, বিদ্যাসাগরই বাংলা গদ্যকে সকল প্রকার ভাব প্রকাশের উপযোগী ভারবহনক্ষম এক দৃঢ় ও সৌন্দর্য সমৃদ্ধ করে তুলেছেন এক প্রধানতঃ এই কারণেই তাঁকে বাংলা ভাষার প্রথম যথার্থ শিল্পী ও বাংলাগদ্যের জনকরূপে অভিহিত করা হয়।

* * * * * * * *

"এই সেই জনস্থান মধ্যবর্তী প্রস্রবণগিরি। এই গিরির শিখরদেশ আকাশ পথে সতত সঞ্চরমাণ জলধর মণ্ডলীর যোগে নিরন্তর নিবিড় নীলিমায় অলঙ্কৃত। অধিত্যকা প্রদেশ স্থল সন্নিবিষ্ট বিবিধ বনপাদপ সমূহে আচ্ছন্ন থাকাতে সতত স্নিগ্ধ, শীতল ও রমণীয়; পাদদেশে প্রসন্ন সলিলা গোদাবরী তরঙ্গ বিস্তার করিয়া প্রবলবেগে গমন করিতেছে।"

বিদ্যাসাগর রচনাপঞ্জী →

বিদ্যাসাগরের রচনাপঞ্জী

- স্কুলপাঠ্য ও নীতিমূলক
  - (1) "বোধোদয়" (১৮৫১) "Rudiment of Knowledge" অবলম্বনে।
  - (2) "কথামালা" (১৮৫৬) "Eishop's fable" অবলম্বনে।
- অনুবাদমূলক
  - (1) বাসুদেবচরিত (১৮৪২-৪৭)
  - (2) বেতাল পঞ্চবিংশতি (১৮৪৭) "বেতাল পঞ্চীসীর" অনুবাদ।
  - (3) "বাংলার ইতিহাস" (১৮৪৮) মার্শম্যানের 'History of Bengal' অবলম্বনে।
  - (4) শকুন্তলা (১৮৫৪) কালীদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' অবলম্বনে, (5) 'সীতার বনবাস' (১৮৬০) ভবভূতির 'উত্তররামচরিত' অবলম্বনে
  - (6) মহাভারত (১৮৬০) ভবভূতি
  - (7) ভ্রান্তিবিলাস (১৮৬৯) শেক্সপিয়রের 'Comedy of Errors' অবলম্বনে।
- মৌলিকরচনা
  - জীবনীসাহিত্য
    - জীবনচরিত (১৮৪৯)
    - চেম্বার্সের 'Biographies' অবলম্বনে
    - অনেকের মতে মৌলিকরচনা।
  - প্রশ্নসমাধানমূলক
    - (1) অতি অল্প হইল (১৮৭৩)
    - (2) আবার অতি অল্প হইল (১৮৭৩)
    - (3) ব্রজবিলাস (১৮৮৪)
    - (4) রত্নপরীক্ষা (১৮৮৬)
  - প্রবন্ধ সাহিত্য

(২) বাংলা গদ্যের ক্রমবিকাশে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অবদান বর্ণনা কর।

ভূমিকা → মেদিনীপুর জেলার বীরসিংহ গ্রামে জন্ম তাঁর, বাংলা গদ্যে সমাজসচেতন শিক্ষাবিস্তার, দয়াদাক্ষিণ্যতা ও তেজস্বিতার এক ব্যক্তিত্ব, দেশের কল্যাণমন্ত্রে দীক্ষিত, বাংলা গদ্যের শিল্পরূপের আবিষ্কর্তা, বাংলা গদ্যের প্রকৃত রূপকার মিলেন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১) উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মিলেন এক জন প্রবাদ-পুরুষ। আধুনিক শিক্ষার প্রসার, স্ত্রীশিক্ষার প্রচার, বিধবা বিবাহের প্রচলন ও বহুবিবাহ প্রথার বিলোপ-সাধন, প্রভৃতি বিষয়ে তিনি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। বিদ্যাসাগরের চরিত্রে প্রেমের সঙ্গে বীর্যের, আবেগের সঙ্গে যুক্তির ও ত্যাগের সঙ্গে কর্মের এক আশ্চর্য মিলন ঘটেছিল। তাঁর কথা বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন →

"বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যভাষার উচ্ছৃঙ্খল জড়তাকে সুবিন্যস্ত, সুবিন্যস্ত, সুপরিচ্ছন্ন এবং সুসংযত করিয়া তাহাকে সঙ্গত গতি এবং কর্মকুশলতা দান করিয়াছেন।"

SUNDAY 06

বিদ্যাসাগরের গদ্যভাষার বৈশিষ্ট্য →

(i) বাংলাভাষার নিজস্বপদসংগঠন রীতি বিদ্যাসাগর আবিষ্কার করেন, সেদিক থেকে তিনি ভাষার নির্মাতা।

(ii) বাংলাগদ্যভাষায় তিনি ছন্দের অস্তিত্ব অনুভব করেন, ফলস্বরূপ বাংলা গদ্যভাষা প্রাণপ্রবাহে কল্লোলিত হয়।

(iii) বাংলা শব্দের পরস্পর সমাবেশে অবর্ণনীয় রস সৃষ্টি হয়।

উদাহরণ →

করেছেন। রবীন্দ্রনাথ সঠিকই বলেছেন যে,→

"রামমোহন বঙ্গ সাহিত্যকে প্রশস্তই স্তরের উপর স্থাপন করিয়া নিম্নতন দশা হইতে উন্নত করিয়া তুলিয়াছেন।"

* * * *

(৫) **ভাষারীতি** :→ রামমোহনের হাতে বাংলা গদ্যভাষা প্রথম আভিজাত্য লাভ করে, প্রাচীন শাস্ত্রের প্রমাণে এবং যুক্তির প্রবলতায় তীক্ষ্ণ বিতর্কে তাঁর গদ্য এক কঠিন পৌরুষ লাভ করে। বাংলা গদ্যে যে গুরুগম্ভীর বিষয়ের আলোচনা সম্ভব তিনিই প্রথম তা দেখিয়ে দিলেন। পূর্ববর্তী অনেকের তুলনায় তিনি ভাষাকে জড়ত্ব ও অকারণ কাঠিন্য থেকে অনেকটা মুক্ত করেছিলেন। রামমোহনের রচনায় তার পৌরুষ ও যুক্তি প্রাণতার পরিচয় মেলে। পদবিন্যাসের শৈথিল্যেও তিনি বাংলা ভাষার স্বরূপধর্মকে অনেকখানি আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন। তিনি খ্রীষ্টীয় শিক্ষাব্রতীদের ধর্মপ্রচারের বিরুদ্ধাচরণ করে লিখেছেন →

"শতার্দ্ধ বৎসর হইতে অধিক কালে এদেশে ইংরেজের অধিকার হইয়াছে তাহাতে প্রথম ত্রিশ বৎসরে তাঁহাদের বাক্যের ও ব্যবহারের দ্বারা ইহা সর্বত্র বিখ্যাত ছিল যে কাহারো ধর্মের সহিত বিপক্ষতাচরণ করেন না.... কিন্তু ইদানীন্তন বিশ বৎসর হইলো কতক ব্যক্তি ইংরেজ যাঁহারা খ্রিস্টান নামে বিখ্যাত হিন্দু ও মোহম্মদানকে ব্যক্তরূপে তাঁহাদের ধর্ম হইতে প্রচ্যুত করিয়া খ্রীষ্টান করিবার যত্ন নানা প্রকারে করিতেছেন।....."

(পাদরী শিষ্য সংবাদ থেকে লেখা)

তাঁর সর্বপ্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ দুইটির শিক্ষা বসুর মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার লেখেন অনুবাদমূলক গ্রন্থ 'বেদান্ত গ্রন্থ' ও 'বেদান্তসার' (১৮১৫), এবং 'বেদান্তচন্দ্রিকা' (১৮১৭) এর উত্তরে রামমোহন ৪ পৃষ্ঠার একটি পুস্তিকা লেখেন এর নাম হয় 'ভট্টাচার্যের সহিত বিচার'। মিশনারির ভট্টাচার্যের পর আসেন রাজবাড়ির 'গোস্বামী'। তার আপত্তির জবাবে রামমোহনের লেখা দ্বিতীয় পুস্তক হল 'গোস্বামীর সহিত বিচার'। তার সমাজ সংস্কার মূলক গ্রন্থ হল 'কায়স্থের সহিত মদ্যপান বিষয়ক বিচার', 'কবিতাকারের সহিত বিচার' ও 'পথপ্রদান' (১৮২৭) যা কাশীনাথ তর্কপঞ্চাননের 'পাষণ্ডপীড়ন' এর প্রত্যুত্তর। তিনি চারটি বেদান্ত ও ৫টি গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর লেখা মৌলিক গ্রন্থ হল 'সহমরণ বিষয়ক প্রবর্তক ও নিবর্তকের সংবাদ' (১ম খণ্ড ১৮১৮, ২য় খণ্ড ১৮১৯), রামমোহন ইংরাজি-বাংলা ব্যাকরণ লেখেন। তাঁর লেখা 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ' (১৮৩৩) বাঙালীর লেখা প্রথম ব্যাকরণ।

→ [সেবাবৃতি] (৬) [সাময়িকপত্র] → ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুর মিশন থেকে তাঁর সম্পাদিত প্রথম বাংলা সাময়িকপত্র 'সমাচার দর্পণ' প্রকাশিত হয়। এর পর তিনি বাংলায় 'ব্রাহ্মণ সেবধি' (১৮২১), 'সংবাদ কৌমুদি' (১৮২১) ও ফারসীতে 'মীরাতুল আখবার' (১৮২২) পত্রিকা পরিচালনা করেন।

(৭) [উপসংহার] → রামমোহনের রচনায় আবেদনের স্থলে যুক্তি, লালিত্যের স্থলে দৃঢ় প্রাধান্য লাভ করেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও একথা সত্য যে রামমোহন সর্বপ্রথম বাংলা গদ্যকে গতি ও শক্তিদান

তাঁর অন্যান্য সমাজ সংস্কার মূলক কাজগুলি হল →
(i) তিনি ১৮২৯ সালে সতীদাহ প্রথা রদ করেন।
(ii) গঙ্গাসাগরে সন্তান বিসর্জন প্রথা নিবারণ করেন।
(iii) নারী শিক্ষার প্রসার ঘটান।
(iv) খ্রীষ্টান ধর্মের অগ্রগতিতে বাধা দেন।
(v) সনাতন হিন্দু ধর্মের পুনরুজ্জীবন ও ব্রাহ্ম ধর্মের প্রচলন করেন।
(vi) শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে প্রাচীন পদ্ধতিকে বাদ দিয়ে পাশ্চাত্য ভাবধারা অনুসরণ করেন।
(vii) মধ্যযুগীয় কুসংস্কার থেকে মানুষের মনের মুক্তির সন্ধান দেন তিনি।
(viii) বেদান্ত দর্শন, সমাজ সংস্কার, শিক্ষা সংস্কার বৈপ্লবিক কর্মজীবনকে একসূত্রে বেঁধেছিলেন, তিনি।

(৩) **প্রাবন্ধিক রামমোহন** →

পাদরিদের বিরুদ্ধতা করে রামমোহন একেশ্বর ব্রহ্ম - উপাসনার প্রতিষ্ঠায় মন দেন। তিনি 'ঈশ', 'কেন', 'মুণ্ডক', 'মাণ্ডুক্য' প্রভৃতি উপনিষদের অনুবাদ করেন, 'বেদান্তগ্রন্থ' ছিল তাঁর গদ্যশৈলীর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। (পরে)
"পাদরী — তিনজন শিষ্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি ঈশ্বর এক কি অনেক ?"
১ম শিষ্য উত্তর করিল — ঈশ্বর তিন
(পাশে) ২য় শিষ্য কহিল — ঈশ্বর দুই
৩য় শিষ্য উত্তর করিল — ঈশ্বর নাই →

Imp exam EXAM (*) (*)

(১) বাংলা গদ্যের ক্রমবিকাশে রাজা রামমোহন রায়ের অবদান কী?

(1) ভূমিকা → গীর্জা ও পাঠশালার বাইরে এনে, বিচার বিশ্লেষণে উদ্ধৃতর চিন্তার বাহন হিসাবে বাংলা গদ্যকে কাজে লাগিয়ে তাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন আধুনিক কালের ভূমিকায় সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ মনীষী রামমোহন রায় (১৭৭৪-১৮৩৩), তাঁর কর্ম, চিন্তা, উদ্যম ও বিশ্লেষণতা ভারতবর্ষের ইতিহাসে আধুনিক যুগের দরজা খুলে দিয়েছিল। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অনুগামী শিক্ষকদের মত রামমোহন সংস্কৃতব্যবসায়ী বা সরকারীনবীশ ছিলেন না, তিনি সংস্কৃত জানতেন, ফারসী ও আরবী আরও ভালো করে জানতেন। তিনি উর্দু ও হিব্রু ভাষাও শিখেছিলেন। শুধু তাই নয়, তিনি ছিলেন ভারতবর্ষের ইংরেজী-শিক্ষিতদের অগ্রণী, বহুভাষাবিদ্ রামমোহন Style এর দিকে নজর না দিয়ে বক্তব্যের দিকে দৃষ্টি রেখেছেন, তাই তাঁর হাতে বাংলাগদ্যের যে রূপ গঠিত হয় তাতে মাধুর্য ছিলনা কিন্তু সরলতা ও কর্মোপযোগিতা ছিল।

(২) জন্ম ও কর্মজীবন → ১৭৭৪ সালে হুগলী জেলার রাধানগর গ্রামে তাঁর জন্ম। কিশোর বয়সে একজনমূর্তি পৌত্তলিকতা সম্পর্কে পিতার সঙ্গে তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে ইহত্যাগ করেন। এই ঘটনার মধ্য দিয়ে তাঁর স্বচ্ছ বিচারবোধ ও বলিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয়ের ভাবটি পরিস্ফুট হয়। তিনি অন্ধ কুসংস্কার ও জড়ত্ব পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে আমৃত্যু সংগ্রাম করেছেন।